দৈনিক জনকণ্ঠ

19

তারিখ 03 OCT 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী এই ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করতে চাইছে একটি মহল। এদের আপাত লক্ষ্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেয়া। নিবেদিতপ্রাণ একজন উপাচার্যকে সরিয়ে দিয়ে দলীয় ব্যক্তিকে উপাচার্য করা হলে এই প্রতিষ্ঠানটি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক থেকে দেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ৬টি শিক্ষা কর্মসূচীতে পড়াশুনা করছে ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী। শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যও অভিভূত হওয়ার মতো। ১৫ বছরের কিশোর থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ— সবাই পড়ছেন

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

এবার উন্মুক্ত

(প্রথম পাতার পর)

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়ছেন চাকরিজীবী, গৃহবধূ, বৃদ্ধা। এডিবি'র আর্থিক সাহায্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখনও একটি পাইলট প্রকল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একই সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক। বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বর্তমান উপাচার্য। উপাচার্য পদে তাঁর ৪ বছরের মেয়াদ চলতি মাসেই শেষ হচ্ছে। যেহেতু পাইলট প্রকল্পের কাজ আরও দু'বছর চলবে তাই বর্তমান উপাচার্যকে সে পর্যন্ত বর্তমান পদে রাখা আবশ্যক বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহল। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল বিএনপি'র আমলে। চেষ্টা অব্যাহত আছে এখনও। একজন সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। কিন্তু অতীতের মতো এখনও নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের অগ্রগতিতে দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সন্তুষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি ৬টি শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি নতুন ৪টি কোর্স চালু হতে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে, বিএসসি ইন নার্সিং, ব্যাচেলর অব ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং, ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচার এডুকেশন এবং ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন। বর্তমান ৬টি কোর্স শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

বর্তমানে যেসব কোর্স চালু রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, ব্যাচেলর অব এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট, সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট, সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রোফিসিয়েন্সি, সার্টিফিকেট ইন অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রোফিসিয়েন্সি এবং সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতিও সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসে নির্মীয়মাণ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন এবং আধুনিক মিডিয়া সেন্টারের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত ২১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা বৈঠক শেষে ম্যানিলা থেকে পাঠানো এক চিঠিতে এডিবি'র এই প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার মন্তব্য করেছেন, 'প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক। শিক্ষা কর্মসূচীগুলো এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধার অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের পূর্ত কাজগুলো যত শীঘ্র সম্ভব শেষ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

দাতা সংস্থা থেকে শুরু করে সবাই যখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় সন্তোষ প্রকাশ করছেন তখন এই প্রতিষ্ঠানের কোন রদবদল করে দলীয় ব্যক্তিকে উপাচার্য করা সমীচীন হবে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহল।